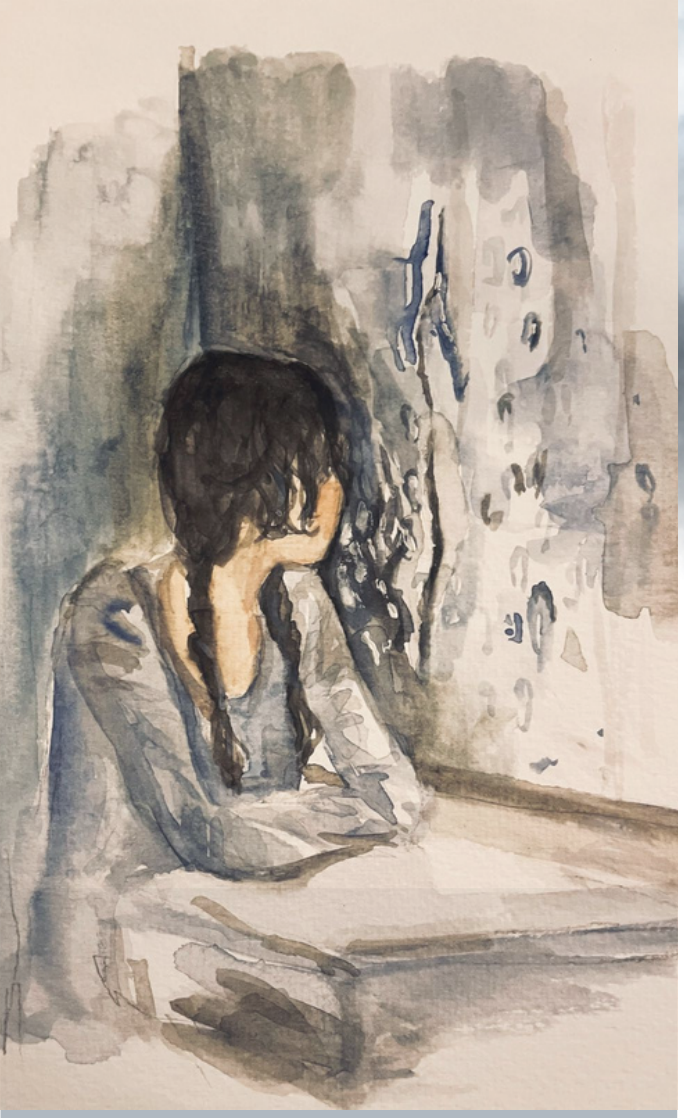

একটি ‘টাইম ট্র্যাভে লার’এর আত্মকথা

Writing- Soumili Sadhukhan
Illustration- SANAYA CHORERIA

আজ ২১২২ সালের ১৫ই নভেম্বর, আমার সৃষ্টির অর্ধশতবর্ষ। মানষুেষের বদ্ধিুদ্ধির জোরে সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তি যে কতটা এগিয়ে যেতে পারে , তার প্রমাণ হলাম আমি । আজ থেকে একশো বছর আগে ও সময়ের সীমানা ভেদ করে অতীতে বা ভবিষ্যতে পৌঁছনো মানষুেষের কাছে ছিল কেবল কল্পনা, একে বারে যাকে বলে ‘সায়েন্স ফিকশন’। কিন্তু এখন তাকে সম্ভব করেছে ডঃ বসুও তাঁর যুগান্তকারী আবি ষ্কার ‘টাইম ট্র্যাভে লার’, অর্থাৎ আমি ।

দিনের পর দিন ডঃ বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কল্পনাশক্তির জোরে তৈরী হলাম আমি । ঠিক সেই সময় চলছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ডঃ বসুর ‘টাইম ট্র্যাভে লার’ বানানোর প্রধান লক্ষ্য ছিল কয়েকশো বছর পূর্বে গিয়ে মানষুকে জল ও অন্যান্য প্রাকৃতি ক সম্পদের সঠিক ব্যবহার শেখানো। নাহলে এই নিয়ে ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেঁ যেতে খুব দেরী নেই। আর তাই আঠারোশো শতকে লন্ডনে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবের পর যে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় শুরু হয়ে ছিল তা আটকাতে আর মানষুকে তার ব্যাপারে সচেতন করতে সেই সময়টাই বেছে নিলেন তিনি । কিন্তু একটা সামান্য ভুলের জন্য তিনশো বছর আগে কার লন্ডনের বদলে আমরা পৌঁছে গেলাম ২০০০ বছর সামনে । সে এক ভয়ানক দশৃয ! পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাকাই ভগ্নস্তূপ আর আগাছায় ভরা, মানব সভ্যতার চিহ্ন মাত্র নেই। তাজ মহল, আইফেল টাওয়ারের মতো জমজমাট জায়গাও আজ জনশনূয। এই রকমই এক নির্জন এলাকায় যখন আমরা দজুনে এসে পৌঁছলাম, কয়ে কটা বিদঘুটে দেখতে প্রাণী এসে আমাদের নিয়ে গে ল। লম্বায় তারা চার ফুট হবে , চোখ একটা, বড় বড় দটুটো দাঁত। মখেুখের ভাষা তাদের মিনমি নে , আর দেখতে এতটাই দর্বুর্বল, যে মনে হয় হাত ঠেকালেই পড়ে যাবে । তাহলে কী ভবি ষ্যতে এরাই পৃথি বীতে রাজত্ব করছে ? মানষুেষের চেহারার সঙ্গে এরা পরিচিত ছিলনা তাই ডঃ বসুকে দেখে এদের মধ্যে কয়েকজন ওঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করল।

কিন্তু, বাকিরা তাদের বাধা দিলও ডঃ বসুকে অতিথির সম্মান দিল। হাজার হাজার বছর পরে ও সমাজে বন্ধুত্ব, বিচার-বোধ এগুলি টিকে আছে দেখে খুব ভালো লাগল। কিন্তু ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এই পরিণতি টাই বোধ হয় ডঃ বসু আঁচ করে ছিলেন,তাই তাঁর আমাকে আবিষ্কার। সেই জন্য আর সময় নষ্ট না করে আমরা সোজা রওনা দিলাম আমাদের উদ্দেশ্যে - ১৮২০ সালের লন্ডনে । পরিকল্পনা মতো ডঃ বসুসেই সময়কার মানষুকে সচেতন করলেন জনসভা আর ভবিষ্যতের খবরের কাগজ ও ছবির মাধ্যমে । কতটা তারা বিশ্বাস করল জানি না, তবে আমাকে নিয়ে তাদের উৎসাহ আর কৌতূহলের শেষ ছিল না। সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অবশেষে আমরা ফিরে এলাম বর্তমান সময়ে ।

এসে দেখলাম সম্পূর্ণ পৃথিবী। কোথায় সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চোখ রাঙানি ! চারিদিকে শুধুই শান্তি । বঝুতে পারলাম ডঃ বসুর করা সেদিনের সভা সার্থক হয়েছে , আর তাই সার্থক হয়েছে আমার আবিষ্কার। এইভাবেই যেন আমি আমার প্রযুক্তি দি \য়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারি ।

বর্ষাকালের মজা

Writing- Shailaja Pal
Illustration- Samriddha basu

মেঘের পর মেঘ জমেছে , আঁধার করে আসে
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে , নৌকা জলে ভাসে ।
গরমকালের জ্বালা শেষে , আশার বষ্টিৃষ্টি হয়,
চাষির মনে জাগে আনন্দ, যায় কেটে সব ভয়।
বৃষ্টির দিনে স্কুল ছুটি,
খেলাধূলার মজা,
রাত্রি বেলা খিচুড়ি গরম, সাথে ইলিশ ভাজা।
বর্ষার জন্য জেলেরা সব, অপেক্ষায় থাকে ,
পম্ফ্রেট, ভেটকি আর ইলিশ, উঠবে ঝাঁকে ঝাঁকে ।

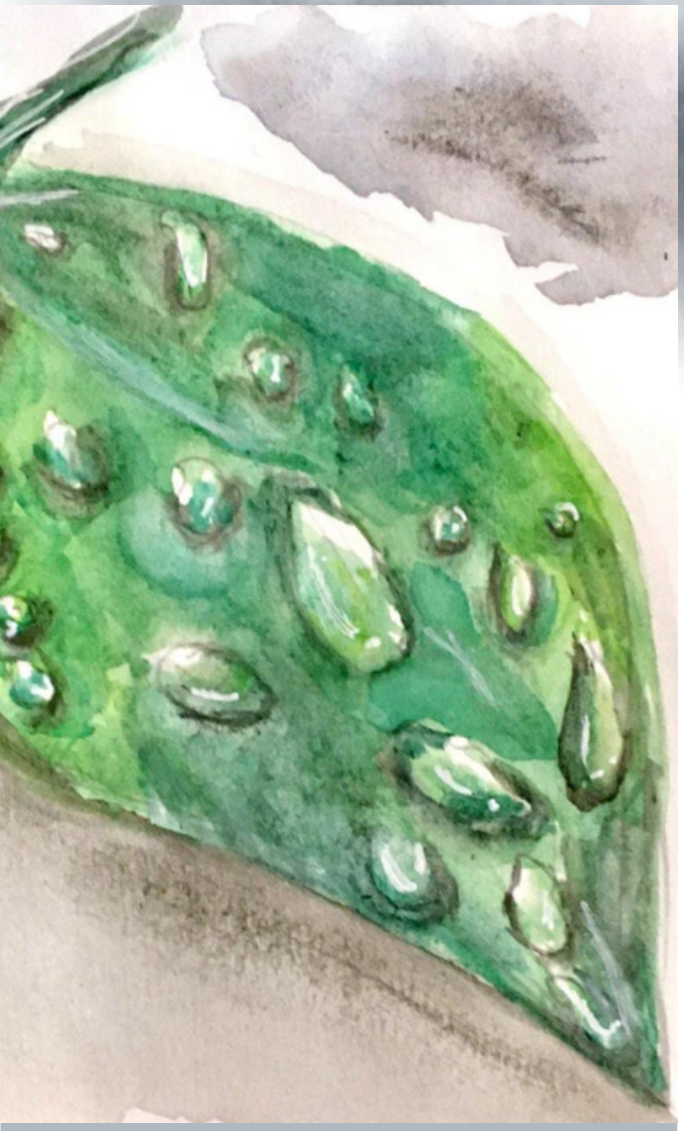

হৃদয়ে রয়েছো গোপনে

Writing- Prapti Guhathakurta
Illustration- Adrita Deb

আজ ১৪ই জলুাই | দপুর থেকে অঝোর বিরাম বষ্টিৃষ্টি পরে চলেছে | এখন বিকেল কিন্তু মেঘাছন্ন আকাশের জন্য এখনই যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে | রাস্তার আলো গুলো জ্জ্বলে উঠেছে কিন্তু বষ্টিৃষ্টির জন্য ঝাপসা দেখাচ্ছে | বাড়ির বারান্দায় বসে অদিতি দেখছে সেই বষ্টিৃষ্টি স্নাত প্রকৃতিকে | সত্যি কি প্রকৃতি কেদে খছে ? না মনের মধ্যে যে জল ছবি ফুটে উঠেছে তাতেই বিভোর হয়ে আছে সে | স্মৃতি গহনে ডুব দিয়ে কেন তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে | অদিতি পাইরে ডগেছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের এমনি এক ব্রাইট ভেজা দিনে - সেদিনটিও ছিল ১৪ই জলুাই-- অদিতি তখন কলেজ এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী |হঠাৎই একদিন অফিস যাওয়ার আগে তার বাবার বকেুকে অসহ্য যন্ত্রনা শুরু হয় | মিনিট দশেক পথ দরূেরে ডাক্তার সেন এর চেম্বার| অদিতির দাদা গিয়ে ডেকে আনলেন তাকে , ডাক্তার বাবুপরীক্ষা করে বললে ন --- "মন হচ্ছে মাইল্ড হার্ট এটাক।”

, এখুনি হাসপাতালএ নিয়ে যান " এরপর বাবা কে পিজি হাসপাতাল এ ভর্তি করা হলো | বাবা সেই যাত্রা সামলে নিয়ে ছিলেন | তার প্রায় পচিঁচিশ দিন হাসপাতাল থাকতে হয়ে ছিল সকালে কলেজ হওয়ায় অদিতি আর তার দিদি সুনীতি বিকেলে বাবাকে দেখতে যেত রোজ| কার্ডিয়াক বিভাগের একটা বেশ বোরো হল ঘরে তার বাবার মতো আরো ৬- ৭ জন বয়স্ক রুগী ভর্তি ছিলেন| কিন্তু প্রথম দিনেই অদিতির চোখ চলে গিয়েছিলো হল ঘরের কনের দিকে একটা বেড এ | ছিপছিপে চেহারার এক তরুণ খাতে শুয়ে একটা ইংলিশ গল্পের বই পড়ছে | বাবা কে অদিতি জ জ্ঞাসা করলো "ওর কি হয়ে ছে ?" বাবার কাছে জানতে পারলো তারও হার্টের সম্যসা | পরের দিন অদিতি হাসপাতাল গিয়ে দেখলো একটা ট্রান্সিস্টর কানের কাছে নিয়ে কি ছুশুনছে | অদিতির বাবা ছেলে টিকে জিজ্ঞাসা করলেন, - " কোনো গোল টোল হয়েছে ?" আসলে সেদিন ছিল মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলের ফুটবল খেলা | বাবার কথার উত্তর দিতে গিয়ে ছেলেটি অদিতির দিকেও একঝলক তাকালো| পরদিন থেকে ছেলেটি রোজই তাকিয়ে থাকত অদিতির দিকে । কখনো শুয়ে শুয়ে মখেুখের কাছে ধরা বইটা অল্প সরিয়ে তাকিয়ে থাকত। তারপর থেকে রোজই visiting hours শেষ হলে বাড়ি ফেরার সময় হলঘরের দরজা থেকে অদিতি একবার পিছনে তাকাত।সে ও অদিতির চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। তার দ চোখে র ঘনিয়ে আসা বিষাদের ছায়া অদিতির চোখ এড়াতো না। কে উকারোর নাম-ধাম কি ছুই জানে না। কেউ কাউকে না চিনে ও "শুধুই আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা দিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনভুব " করছিল দজুনে ।

ছেলে টির কাছে খুব একটা visitor আসতোনা। মাঝে মাঝে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আসতেন, বোধহয় ওর দাদু একদিন অদিতি হাসপাতালে যায়নি ,সেদিন ওর মা আর দিদি গিয়েছিল। সেদিন ছেলেটির মাও এসে ছিলেন। অদিতির মায়ের সঙ্গে ভদ্রমহিলার কথা হয়। ভদ্রমহিলা নাকি মাকে জিজ্ঞাসা করেছেন- "কি আজকে আপনার আরেক মেয়ে আসেনি ? তার মানে ছেলেটি তার মায়ের কাছে 'বোনের কথা বলেছে । দিদির কাছে অদিতি শুনলছে লেটির বাড়ি নারকেলডাঙা। নীলরতন সরকার হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ে - হঠাৎ করে হার্টের একটা সমস্যার জন্য এখানে ভর্তি হয়েছে (যেহেতু পি . জি . হাসপাতালে হার্টের চিকিৎসা খুব ভালো হয়)। দটিু তরুণ তরুণী হয়তো একে অপরকে বলে চলে ছিল - "তোমার নাম জানি নে সুর জানি ।"

সুনীতি অদিতি দজুনেই দক্ষিণ কলকাতার একটা গানের স্কুলে গান শিখতে যেত। শনিবার বিকেলে আর রবি বার সকালে । এই কদিন ওরা হাসপাতাল থেকেই গানের স্কুলে চলে যেত।

সেদিন ছিল ১৩ই জলুাই শুক্রবার। যথারীতি হাসপাতালের হলে ঢুকেই অদিতির চোখ চলে গিয়েছে তার দিকে কিন্তু সে আজ তাকে দেখছে না কেন? একজন নার্স এসে তাকে জল খাইয়ে গেল - ওষুধ দিয়ে গেল। বাবার কাছে অদিতি জানতে পারল রাত থেকে তার শরীর খুব খারাপ হয়েছে । অদিতি তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে রইল তারদিকে - "একটি বার শুধু একটি বার তুমি তাকাও" - অদিতি মনে মনে বলল। না! একঘন্টায় একবারের জন্য ও সে তাকাল না। প্রতি দিনের মতো ফেরার সময় দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকাল অদিতি । তারপর হতাশ হয়ে একবকু অভিমান নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।পরে রদিন শনি বার - ১৪ই জলুাই। হাসপাতালে বাবাকে দেখে তারা বোন গানের ক্লাসে যাবে ।হলে ঢুকেই অদিতির চোখ গেল তার বিছানার দিকে - কিন্তু একি ! বিছানা শনুয কেন? ওকে কী অন্য ঘরে নিয়ে গেল? অদিতির বকেুকে তখন দামামা বাজছে - কী হল ওর? ছেলেটির কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করল সুনীতি । ধরা গলায় বাবা বললেন - গতকাল রাতে সে মারা গেছে । বাবার বেডের পাশে রাখা টুলটায় বসে পড়ে অদিতি - স্থান কাল ভুলে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে ! নার্স অবাক চোখে অদিতিকে দেখছে ।

অদিতির বাবার চোখও ভিজে উঠেছে । ছোট বলে ওকে সবাই খুব স্নেহ করত। সুনীতি অদিতি কে ওখান থেকে বার করে এনে পি . জি . হাসপাতালের ভিতরে যে পুকুরটা আছে তার পাড়ে র একটা বেঞ্চে বসিয়ে ওকে থামানোর চেষ্টা করে । তখন চার ফোঁটা বৃষ্টিষ্টি পড়া শুরু হয়েছে - এরপর তুমলু বৃষ্টিষ্টি নামল। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে বৃষ্টিষ্টি চলল।জল থৈথৈ রাস্তাঘাট। ওরা যখন গানের স্কুলে পোঁছাল তখন ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে - মাস্টারমশাই গাইছে ন -- ---

"শেষ নাহিযে শেষ কথা কে বলবে ----------
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধুচোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দয়ার যায় চলে আলোকে ।"

গানটা যেন অদিতির বেদনাকে আরো গভীর করে তুলল।বাড়ি ফিরতে সেদিন বেশ রাত হয়েছিল। অদিতির কান্না কিন্তু থামেনি । দাদা মাথায় হাত বলিুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললে ন,"যাকে চিনলি না জানলি না তার জন্য এত ব্যাকুল হচ্ছিস কেনরে ?" দাদাকে অদিতি কী করে বোঝাবে - তাকে না চিনলেও তার চোখের ভাষা যে অদিতি পড়তে পেরেছে - চেনেনা বলেই তো নিজের মতোকরে তাকে নিয়ে মনের মধ্যে অদিতি একটা সুন্দর ছবি এঁকেছে ।

আজ প্রায় তিরিশ বছর কেটেগেছে অদিতি তাকে ভোলে নি । আজ ও কতো বৃষ্টিষ্টিমখুর রাতে মনে র মকুরে ভেসে ওঠে ছিপছিপে চেহারার এক যুবকে র ভাষাময় দটিু চোখ। মনে মনে অদিতি বলে - " তোমায় আজ ও ভুলি নি বন্ধু- অম্লান হয়ে থাকবে আমার মনে ।"

বৃষ্টিষ্টির ঝাপটা আর অন্তরের গভীর বেদনার অশ্রুবাষ্প মিলেমিশে তার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

প্রকৃতি কে ভালোবাসা

Writing- Mirin Banerjee
Illustration- Aarika Jain

ছোটবেলা থেকে একজন শিশুর মনের ভিতর বিভিন্ন আবেগ জাগে । খুশি , দঃখ, ভয়। এদের ভিতরে ভালবাসাও এক অন্যতম অংশ। মাকে ভালবাসা, ছোটবেলায় পুতুলদের ভালবাসা, স্কুলে যাওয়ার পর বন্ধুভালবাসা। আমি ও অনেক প্রকার মানষু ও জিনিস ভালবাসি , কাউকে বেশি , কাউকে কম, কিন্তু প্রকৃতির কোল যে আমার কতটা আপন, তা আমি বলতে একটুও দ্বিধা করবো না।

আমার মা ও বাবা, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। তারা দজনুেনেই বই পড়তে ও সিনেমা দেখতে ভীষণ পছন্দ করে ন, ‘শপিং মল’ শব্দটা শুনলে তাদের মখু আমসির মতো শুকি য়ে যায় এবং দজুনেই ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পরতে খুব ভালোবাসেন। আমিও হয়েছি

তাদের মতন, যদি ও ছবি না তুলে আমার চুপচাপ চারি পাশ দেখতেই ভালো লাগে । ছোটবেলা থেকে দীঘা, পুরী, দার্জিলিং দখা হয়নি , কিন্তু উত্তরপূর্ব ভারতের দর্গুমর্গ জঙ্গল, খাঁড়া পাহাড় এবং দশবারো দিননে টওয়ার্ক না পাওয়ার সাথে আমি খুব ভালো করে পরিচিত। জঙ্গলে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে , গাড়ি করে বেড়িয়ে পড়তে হয়। আকাশ তখনো অন্ধকার থাকে , চারি পাশ একে বারে নিস্তব্ধ। তারপর কোন দরূথেকে বিভিন্ন পাখির

মিহি গলা ভেসে আসে এবং এই ইঙ্গিত পেয়েই যেন অন্ধকার আকাশ ধীরে ধীরে আলো হয়ে ওঠে । কনকনে শীতের মধ্যে ফুটে ওঠা সূর্যের আলো যখন গায়ে এসে পড়ে , কি আরামই না লাগে ! পাহাড়ে ভোর হওয়ার আভিজ্ঞতা আমি বোধহয় জীবনে ও ভুলতে পারবো না।

এমন সব সুন্দর মহূুর্তের জন্য প্রকৃতি কে আরো বেশি করে ভালোবেসে ফেলেছি । এইসব অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরে শহরের দষূণ ভরা বাতাস

অনভুব করলে আর গাড়ির হর্ন শুনলে ইচ্ছে করে জঙ্গলে ফিরে যেতে । প্রকৃতি চিরদিন

আমার বন্ধুথেকে যাবে - এমন বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ অসম্ভব।

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে"

Writing- Ahana Dey
Illustration- Lipika Jhunjhunwala

এই পংক্তিগুলো শুনে আমাদের মনে একটা বৃষ্টি ভেজা দিনের ছবি ফুটে ওঠে আর বৃষ্টি মানেই বর্ষাকাল। গ্রীষ্মকালের প্রচন্ড দাবদাহে আমরা যখন বিপর্যস্ত, তখন বর্ষা আসে আমাদের কাছে প্রকৃতির আশীর্বাদস্বরূপ। বর্ষায় গাছপালা সরস হয়, মাটি নরম হয়, আমাদের সর্বপ্রধান শস্য ধানের উৎপাদন হয়। আম, জাম, পেয়ারা,কাঁঠাল ইত্যাদি সুস্বাদুফলে গাছ ভরে ওঠে। ফুলের মধ্যে বেল, কামিনী,কদম, জঁই, কেতকী, রজনীগন্ধার সুবাসে চারিদিক আমোদিত হয়। এর মধ্যে কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলক, বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ,ব্যাঙের ডাক প্রকৃতিকে নতুন সাজে ভরিয়ে রাখে। তাইতো কবিদের বর্ণনায় বর্ষাকাল হয়ে ওঠে 'ঋতুরানী'। তবে বর্ষাকালের কিছুঅপকারিতাও আছে। বৃষ্টি র জলে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়। মানষু র দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও অতিবৃষ্টি র জন্য বন্যা হয়, মানষু র দর্দুর্দশার অন্ত থাকে না।আমার জীবনে বর্ষাকালের এক অপূর্ব স্মৃতি আছে। এখনও মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান' কবিতাটি সুর করে গেয়ে দিদিমা আমাকে ঘুম পাড়াতেন। আমি 'ও পারেতে বৃষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা' এই দৃশ্য ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। শোনা যায় বর্ষাকালে ময়ূর নাকি পেখম মেলে নৃত্য করে.....সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার আশা কী আমার জীবনে পূর্ণ হবে?

ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে

Writing- Labanya Dey
Illustration-Aalia Burman

বৃষ্টি নামে
পার্ক, রাস্তা, অলি-গলি থেকে
ছাদ-বারান্দা, টিন-আসবেস্টোরের চালে
কখনো ক্যানেস্তারা পেটায় অঝোরে
আবার রিনরিনে নুপুরের তানে
সুর ছড়ায়—সারাক্ষন ।
ফরসা আকাশ মখু ভার করে
বিষাদ ছড়ায়—
মেঘের দল ছুঁয়ে যায়
মিনারের চুড়ো
তপ্ত শহরের বকে স্বপ্ন নিয়ে
বৃষ্টি নামে।
জমিয়ে রাখা বস্তাভর্তি বাষ্পে
ব্যাপক বৃষ্টি ঝরে বকের মাঝে
বাদলা হাওয়া হাতছানি দেয় আবার
কদম-বকুল গন্ধ ছড়ায় মনে।
আদরে বৃষ্টি স্বপ্ন করে নীল
বৃষ্টি নামে—
নেশা ছড়ায় চোখে।